প্রাচীন শিকড়

জিনাত জাহান খান

প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

প্রাচীন শিকড়

জিনাত জাহান খান



উৎসর্গ

জানালার পাশে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা
সকল
নারীকে...

প্রাচীন শিকড়
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
জিনাত জাহান খান

ই-বুক প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী, ২০১৩
ফাল্গুন, ১৪১৯

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচীপত্র

চিহ্ন	৭	পৃথিবী	২৪
কোমল নৈরাশ্য	৮	ছন্দে আনন্দে	২৫
যন্ত্রণা	৯	শেষ শিক্ষা	২৬
বাসনা	১০	হৃদয় তাপ	২৭
চিত্রকল্প	১১	আঁচ	২৮
প্রত্যাশা	১২	কথা	২৯
হাহাকার	১৩	জেনেছি সবই	৩০
মুদ্রা যত	১৪	স্মিতচোখ	৩১
আবেগের বেগ	১৫	সম্ভাবনা	৩২
ছায়াপথ	১৬	ভালোবেসে তোমাকে	৩৩
কে জানে	১৭	প্রণাম প্রিয়তম	৩৪
ঝরা কাব্য	১৮	হৃদয় পথ	৩৫
জলের ভ্রমন	১৯	দুরন্ত স্মৃতি	৩৬
ডাক	২০	সিঁড়ির ওপরে সিঁড়ি	৩৭
প্রয়োজনে ঈশ্বর হও	২১	দু'জন	৩৮
দৃশ্যে মধ্যরাত	২২	শিকড়	৩৯
নিয়তি	২৩	তৃষ্ণা অভিযান	৪০

রাতের অসুখ নিয়ে
ভোর আসে, অপেক্ষায়
আরেকটি রাত...

বন্দী নিজের কাছেই, ঘাম আর অন্ধকারে লুপ্ত জীবন,
জব্দ রাত লোডশেডিংয়ে, লেপ্টে থাকে ধ্রুবতা,
নির্বাসনের উপায় নেই

চিহ্ন

সমান্তরাল ভূমিজ আকাশ
নেই ভাগচিহ্ন কোন অঙ্কের

স্বপ্ন- সান্নিধ্যে বিশুদ্ধ বর্ণমালা তুমি-

প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পরে
ভেতর নিজস্ব আলোর যুদ্ধে

রক্তাক্ত হয় সব বর্ণ সব ভাষা।

কোমল নৈরাশ্য

সৌন্দর্য অসহনীয় আরাধ্য তাই
চেপে রাখি নিজেকে, গিলে ফেলি
ব্যাকুল কন্ঠে অন্ধকার ক্রন্দন সুর-

স্হিতিবোধ নেই ব্যাখ্যাত জগতে
স্বাবলম্বী জন্তুরাও জেনে গেছে আজ
বাঁকী থাকে-

সেই পথ
দিনের পর দিন কিংবা কাল হেঁটেছিলাম।

আছে রাত্রির নিখিল ভরা বাতাস
ভক্ষ্য হয় আমাদের মুখ
শূন্যতা ছুঁড়ে দাও বাহু থেকে
যে শূন্যে নিঃশ্বাস নাও, তাঁর মাঝে

প্রদোষের নিরব প্রহরে তোমার সুর
নিরুপমা হয়ে উঠা আমার বহুকাল পরে।

যন্ত্রণা

পাপ গুলে বিশুদ্ধ জলে
কলসি ভরছি মনস্তাপে
অমৃত চোখ খোঁজ হারায়
পিপাসা গহ্বরে নেমে এসে।

বহুজন্মের সোপান পেরিয়ে
স্পর্শহীন হাওয়ার গভীরে ডাক
সূচ সরু মুখ শূন্যতা আসে
কবিতা প্রসব যন্ত্রণায় ।

বাসনা

ফিরে ফিরে আসা চাঁদ আর
নক্ষত্রের নিঃশ্বাস ফেলা অন্ধকার
দিয়েছো আমায়-

চেতন সত্তা নিংড়ে নিংড়ে
পূর্ণ করা চুম্বন পাত্র
দিয়েছি তোমায়-

পরাজিত বাসনারা আসে
অনিদ্রার উন্মাদনায়।

চিত্রকল্প

ঝংকৃত আত্মা যত বেশি
তত বেশি জমাট হয় রাত্রি
অপ্রতিরোধ্য অস্থির রাত্রি।

সুকুমার আত্মা যত বেশি
তত বেশি অসম্ভব হয় স্বপ্ন
আমার নিরন্তর স্বপ্ন।

তৃষিত আত্মা যত বেশি
তত বেশি সম্ভব হয় মৃত্যু
আকণ্ঠ দহন মৃত্যু।

প্রত্যাশা

নির্মল নীল আকাশ, অসহ্য সুন্দর
যেন অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে
সেই উজ্জ্বল অপরূপ সুখ কাঁপছে চোখে
কত মৃত্যু, কত নবজন্ম।
দিনে দিনে মৃত্যু হবে বেদনার
অভাব জাগাবে তৃষ্ণা নিরন্তর
চকিত আঘাত স্পন্দন জাগাবে
কান পেতে আছি প্রত্যাশায়।

হাহাকার

আমি ঘৃনা করি সমস্ত ব্যবধান
মাঝখানে বয়ে যাওয়া নদী
ভেতর মাছের ষড়যন্ত্র

সময় যদি ঢুকে মাছের পেটে
শিকারের জাল কেটে
কবিতা হবে, আমি জয় চাই না

মুক্তি যেমন প্রতারক তেমন কোন
গন্তব্যে পোষায় না হাহাকার!

মুদ্রা যত

দিগন্তে আনন্দ হয়ে
ছড়িয়ে আছে সমুদ্র
অন্ততল উন্মাদ আবেগে অধীর!

ঢেউ মুদ্রায় ভেঙেছ হৃদয়
প্রতিবার অখন্ড তান্ডবে
যেন নিশ্চল করতল-

এই গোপন মুদ্রার সৃষ্টি
অকস্মাৎ তুমি আর আমি!

আবেগের বেগ

রক্তের আস্ফালন আর ঘরের পরিধি কমে আসে ছিন্ন সম্পর্কে, দেয়াল জুড়ে মাকড়সার বুনে যাওয়া বায়ু জালের আঠায় জড়িয়ে থাকে ঝরে পড়া স্মৃতি পোকাদের পাপড়ি সামান্য! ফাঁকা আর একা লাগে আজ খুব সত্যিই বড় ভুলভাবে ঝরে গেছে সমস্ত আবেগ। ভালোবাসা সব পারে ইচ্ছে হলে নিতে পারো তুলে আলতো হাতে স্মৃতির ভেজানো দরজা খুলে করতলে ধরা কোন নির্বাচিত ফুল!

ছায়াপথ

তোমাকে ভালবেসে
কর্মব্যস্ত দিনগুলি
নিরন্তর চলে যায়।

শ্রান্ত হৃদয়ের মৌনতা
অশ্রু ফেলে যায়
সবটুকু ভালবাসা দিয়ে।

বিষন্নতা শুধু ঝরে
হৃদয় ঘরে ঘরে
জিম্মি করে আমায়-

নীল হয়ে আসা
সবুজ দিগন্ত উৎসারী
খোঁজে কোন দূর ছায়াপথ।

কে জানে

লক্ষ্যহীন দগ্ধ যে বাসনা
সুন্দর হতে পারে না

নিবেদিত হয় মৃত্যুর কাছে
অপার সৌন্দর্যে দৃষ্টি রাখলে

মনহীন যে নেই আমার
গিলে যাই অমরতার আকাঙ্ক্ষা

পৃথিবী হতে দূর ভ্রমনে জেনেছি, মৃত্যু
আসে নিদ্রার মতো সুন্দর হয়ে

অসুখ এলে জীবনে তাই
শান্তি কি খোঁজে শয্যা বদলে!

ঝরা কাব্য

আকাশে মুখ ইট নীচে লুকিয়ে থাকা বিবর্ণ ঘাস যেন
হলুদ আবেগ, ভুলভাবে শুকিয়ে বর্ণহীন।
সবুজ ভুমি জুড়ে জ্বলছে হলুদ নরম রোদ, ফুল ফোটার শব্দ
নিতে নিবিষ্ট ইন্দ্রিয়। অসুখ পাতাদের ঝরে পড়া পথে
অভিলাষী মন আমূল পাল্টায় নিজের বা অন্যের
আইন- কানুনের সমস্ত দেয়াল। যাপনের গূঢ় চাবিকাঠি
খোঁজে যে ভ্রমন, মনে হয় এক ঘর টপকিয়ে অন্য ঘরে আসা।
মৃত্যু মহান বিচ্ছেদ শেকড় পাল্টে নতুন দেখার বাসনায়
সন্ধ্যাগুলোকে বেছে নেই, যেখানে বাতাস আসবে আত্মজীবনী
হয়ে যেন গোপন নেশার শ্রুতিহীন অন্ধকার রাত। সম্পর্ক
নিহিত মধ্যরাত অবিরাম সবর্স্ব খোঁজে, শীত ঘুম ছেড়ে
ঝরে পড়ি ফুলেদের সাথে শরীরের অবিরাম পাতায়।

জলের ভ্রমন

ক্লান্তির মেদ রাতের পোষাক ছেড়ে
ভোর অভিমুখী, অস্পষ্ট উন্মেষের গাঢ় নিঃশ্বাসে
বাক্সবন্দী বাতাস প্রবল সবটুকু ক্ষমতায়
তীব্রতায় ভরে তুললো বুক সৌন্দর্যকে।

প্রশ্নবিদ্ধ আলো নেই আছে বধির অভ্যাস
ঘুম হারানো চোখ দখল করে কোটর
অব্যক্ত ভাষার নিরবতায় ফেটে যায় দৃষ্টি
অশ্রুধারা কপোল হয়ে থুতনি, অবশেষে-
বুক বেয়ে নেমে যায় নাভি মূলে
আহার অনিহায় নষ্ট হয় খিদে।

থেমে না থাকা প্রবাহমান নোনা জলধারা
অস্হির ঢেউ হয়ে নদীর ভ্রু ঘেঁষে
ভ্রমন ছলে আছড়ে চলে।

ডাক

অন্ধকার নিবাসে শীতল আগুন
সমুদ্রে সাঁতার ডাক-

সমতলে দেখি যত জলরাশি
আসেনা বৃষ্টির ফোঁটায়

বিস্ময় চোখে তাই কি দেখ অপলক?

প্রয়োজনে ঈশ্বর হও

ভঙ্গুর সময় বাটখারার মাপে
তুলেছি পাল্লায় সমস্ত অতীত
সন্ধান অস্তিত্বে নবজন্ম।

চলছি যে অবসান হতে
অস্থির নিদ্রা তাই গাঢ় হয় ক্লান্তি
অক্ষম, অসহায়, ক্ষীণ ধমনী!

ঈশ্বর হও, মুহূর্ত দৃষ্টিপাত চাই
নম্র হও, আমার শোকে
হিমতর এই শীত রাত্রি
একমুঠো তাপ চাই, বিস্তৃত দান সত্ত্বেও-

ভীষণ নতুন দিনের প্রত্যুষে
দীর্ঘছায়া জীবন দূর শতজন্ম!

শাশ্বত দেশ ধর্ষিত তবু, নিত্য যৌবনা
তুলে নাও প্রার্থনা, যদি-
অক্ষম হও দিতে।

দৃশ্যে মধ্যরাত

মৃত্যুঘুম চেপে বুকে কবিতা
হঠাৎ জেগেছি দৃশ্যে-

পাথর চোখে জল প্রপাত
শিহরিত যে ভীষণ!

ভালবাসা যতটুকু পূর্বেও চর্চা অব্যহত
...ভাষা যত গড়ায় কবিতার শরীর জুড়ে
অন্ধত্ব বা বধিরতা সবটুকুই ব্যবহৃত,
তবে যে কেন এত নোনা জল?

বিছানা জমিনে নগ্ন চোখ মানবিক হয়
অগোছালো থাকে

স্বাদহীন জল, বোধ আর কবিতার বিচ্ছিন্ন শরীর।

নিয়তি

স্মৃতির ফিতে খুলে
নিয়েছে তুলে
সদ্যজাগ্রত নিয়তি!

যেন দুর্বার বাতাস
শূন্যে উড়ন্ত ফানুস
উড়ছে অবিশ্বাস্যভাবে-

সন্ধানে অন্তরালহীন নবজন্ম।

পৃথিবী

দৃশ্য খুঁজি অদৃশ্য হয়ে
রঙ জ্বলা বিপর্যস্ত ক্যানভাসে
তোমাকে দেখি চুম্বক টানে
লুকিয়ে নিয়েছো কোথায় আমাকে-

জল ছেড়ে উঠে আসা জ্যান্ত মাছ শরীর
বুঝি না ভালো; রক্ত কেমন গভীর
অগ্নিময় আমি কার অনুগামী!

রৌদ্র উজ্জ্বল হাতছানি পথ
উদ্ধত গ্রীবায় থামে শীত বাতাস
অর্থহীন কথা ফিসফিস কাঁদে
ফোঁটা তীক্ষ্ম ঘাম চিবুক থামে।

শিশির ঝরা সকাল জড়িয়ে
মেশে অতর্কিত সবুজ আর লালে
ডেকে যায় দূর ডাক দৃশ্যদৃশ্যান্তর-

প্রবল পরিচয়ে আমার ভিতর
তোমার পৃথিবী।

ছন্দে আনন্দে

ছুটবে যখন ঠান্ডা বাতাস
উতল, মাতাল, রাতের বাতাস
টহলে যায় সারারাত আজ ।

হারিয়ে ঘুম আমরা দুজনে
নিশ্বাস শোষণ করি নিঃশেষে-

দুই হাত জেনেছে অন্ধকার
আনন্দ ওঠে ধাপে ধাপে
নেমে আসে ঢালুতে গড়িয়ে
স্বনিত হই ভাঙা গড়ার ছন্দে।

পূর্ণতার সেই প্রহরে
চিন্তারা আসে আলো হয়ে
বাঁচি আমি তোমার মাঝে
ছড়িয়ে যাই ভঙুর আনন্দে।

অপেক্ষা হাঁটে অন্য কোন দিন
উতল, মাতাল, রাতের বাতাস!

শেষ শিক্ষা

অনিঃশেষ বিস্কুট যেন
হৃদয় টুকরো, ভেঙে খাও
রোজ খুঁটে খুঁটে
স্পর্শের কোমল ফাঁকে ধর
নিখিল বিশ্বকে।

সন্ধ্যা নামে হাতে নিয়ে
সূর্যাস্তের জাদুকর
অন্ধকারে অফুরন্ত ভিড়
জ্বলে শুধু স্মৃতি ছায়া
হারায় হঠাৎ যৌবন।

ছিনিয়ে অতীত
পার হয় দীর্ঘছায়া
সেখানে এখন
বিনষ্ট ইচ্ছারা, স্বার্থক ধিক্কার
শেষ শিক্ষা ছিল বাঁকী-

জীবন সমাপ্তি সীমায়।

হৃদয় তাপ

দেখা হলো, অতঃপর পরিচয়
মাইল আলাপ-

চলে যাবার বিশেষ ভঙ্গি
যেন একটি মেঘের কুর্নিশ
টের পাইনি, পেয়েছিল
হিজল গাছের শীর্ষপাতা!

গাঢ় মেঘ ঝরেনিকো জল
ঝরিয়েছে কপাল বেয়ে কপোলে ঝরা
দু'ফোটা ঘাম

আগুন চোখ, তাঁর চলে যাওয়া।

আঁচ

চেতন সত্তা চুঁইয়ে চলছে জলরাশি
পাপবোধ উত্তম চৈতন্যে, ক্ষমাহীন
আত্মবিস্মৃত হয় না যেন ঘুমেও।

বিদগ্ধ আগুন চেটে নেয়
সবুজাভ সুন্দর!

গ্রাস আমার পৃথিবী
বাড়িয়ে রসিক জিহ্বা
গোপন কক্ষ যেখানে-
লাগেনিকো কোন আঁচ আজো।

কথা

একটা কথা ছিল
আমি কি ভীষণ বশীভূত তোমার?

কথা বললেই বাঁধা
অকলঙ্ক ধ্বনিরা অজ্ঞাতবাস!

কী কথা বল যে শুধু ঘুরে ফিরে আসি–

কন্ঠে ঝড় ও ব্যাকুলতা
বলবে তুমি, বলতে চাও?

বাঁশি বাজানোর কথা অঙ্গে অঙ্গে
থাক সে কথা, থাক সংরক্ষিত।

জেনেছি সবই

মিনিট ঘণ্টার অন্তরালে
বিরামহীন জপে বেদনা নামে
চেতন ইঞ্জিন গর্জে চলে
মিলিয়ে তাল অতল বন্যায়।

জ্বলে ফুলকি চোখ চুম্বক
মোম হয়ে গলে করতলে
সরে যায় ত্যক্ত তটরেখা
অতীতের লুপ্ত প্রচ্ছদ।

চলে যাবার দিন কেন
যায় পুড়ে শুকনো ঠোঁট, চক্ষু, গলা
শরীরের সরল সম্পদ ছিল যতটুকু
কুঁড়ে খায় এখন ক্ষমাহীন হৃদয়।

স্মিতচোখ

নিয়ন আলো, দু'পাশ জুড়ে রাস্তার
সার সার বিজ্ঞাপন সাইনবোর্ড
ফুটপাত চরাচরে দীর্ঘ ছায়া ফেলে
হেঁটে যায় মানুষেরা।

স্মিতচোখে শোপিচ্ হয়ে
শো- কেস ভিতরে মেয়েটি কেন
তাকিয়ে হাসে সারাক্ষণ?

হারায়ে সমস্ত তবু হাসে-

'এমন নির্ভর দু'চোখ। '
হেঁটে যায় মানুষেরা, দাঁড়ায়ে শুধু

মূর্তি ঐ আবক্ষ পাথর।

সম্ভাবনা

উদ্ভাসিত আলোয় অঙ্ক শেষ
তাকালো পাশাপাশি পরস্পরে
শ্রবণ দৃষ্টিতে জাগে না উচাটন
রঙ্গমঞ্চের দাপটে।

হঠাৎ উদ্ধত জন্তু- জীবন
মধ্যবয়সের প্রান্তে
উপরে ছিঁড়ে নেয় ক্ষনিক দিন
স্বাধীনতা কখনো বৈধ নয়।

দিনে দিনে মৃত্যু হবে বেদনার
অভাব জাগাবে তৃষ্ণা নিরন্তর
চকিত আঘাত স্পন্দন জাগাবে
কান পেতে আছি প্রত্যাশায়।

ভালোবেসে তোমাকে

পেয়ে তোমাকে অন্যসব
ভালোবাসা আমার গেছে ফুরিয়ে,

আগুনের উৎস তবু হোক তোমার বুক
পোড়াতে আমায় আগুনের ঝরনা
করাতে চিরে কালো রাত
এনেছি চাঁদ তীক্ষ্ম তারার নিবিড় ভিড়ে।

ঢেউয়ের দোল সারাদিন রাত
জানালায় দেখো নীল আকাশ ঝরে
দস্যু হাওয়ার উচ্চস্বর
তপ্ত ঢেউয়ের মত্ত জোয়ার- জ্বরে;

বাসনার তলোয়ার কাটে
উন্মত্ততা আর সর্বনাশ!

প্রণাম প্রিয়তম

ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে প্রেম চায় মুক্তি
স্মৃতির অফুরন্ত ভিড়ে ছায়া ঝলসে অন্ধকার
কল্পনার দীর্ঘ ছায়া ছিনিয়ে আনে অতীত
লুপ্ত জীবন হঠাৎ হারায়–

নাভিমূল যজ্ঞবেদী তলে আর
নীচে মৃত্যুর অবস্থান!

প্রেমদূত কানে কানে সংগোপনে
মন্ত্র জ'পে জানিয়ে গেল
প্রিয়তমের নাম;
প্রণাম, প্রণাম।

হৃদয় পথ

রাত্রি যতই শুধু ভোর হতে চায়
তারাগুলি ক্রমশ হারায়
হাড়ে হাড়ে ছেয়ে যায় উৎকন্ঠা
ভেতর থেকে সাপের বিষ হয়ে–

যার কথা ভেবে জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে
আড়ালে কাঙাল করেছি বুকের গঠন
তবুও আজও ভাবি,

তার পথ হোক আমার মাঝে
এই তার আদিম শিবির
বিমূঢ় তাকিয়ে যেন দেখি মনের মাঝে–

লুকিয়ে থাকা নিরন্তর ভালোবাসা।

দুরন্ত স্মৃতি

ঘুম আসলে ইদানিং
কপালে ঘা
স্মৃতি মতো ঝরে।
মরু তরঙ্গ বালু তৃষ্ণা
সমস্ত আসে ঘাম
স্পষ্ট চোখের ভেতর।
হাতে হাত, বাতাসে দোল
জাগ্রত অতল ঘুম! সংশয় পাহাড়ে
তীব্র আড়াল থাকে
স্মৃতি এখন দুরন্ত ঘোড়া–

অতর্কিত অন্ধকারে মিশলো।

সিঁড়ির ওপরে সিঁড়ি

পা রাখি ধীরে ধীরে
শরীর থেকে ধাপে ধাপে
স্থির অন্ধকার স্রোত দুই পাড়ে
চোখের স্তব্ধতা রক্ত উৎসার ঠোঁট
রেখে পাতায় ফোঁটাই ফুল। ঘ্রাণ নিয়ে
সিঁড়ি ওপর সিঁড়ি সমস্ত রাত।
আঙুল রেখেছি দ্যাখো, সিঁড়ি ও ঠোঁট
তুমি উঠলে আর কিছু নেই
নিথর ঝরা পাতা শুধু ধুলো রোদ্দুর বহমান।
চুপচাপ নিশ্বাসে স্বক্রিয় দেবযান,
তোমার শরীর বিছানার পথে মানুষ আর শূন্যতা
চলে যাও, তুমি ভেদের হাত ধরে-

দু’জন

ঘোর লাগা পৃথিবীর আঁকা বাঁকা
সধবার সিঁথি প্রান্তে দু’জন আমরা

স্বর্গের স্বপ্ন দোলে চোখ পর্দায়
কম্পমান হৃৎপিন্ড ঝড়ের পাখি
নয় অজানা পরের বাঁকে আর নেই কেউ
তুমি আর আমি, আমরা।

স্ফুলিঙ্গ দৃষ্টি সমস্ত উত্তপ্ত জমিন জুড়ে
কূল ছাপিয়ে অন্ধ অদৃশ্য নদীর খরস্রোত
তীব্র আর্বতে চিহ্ন যায় মুছে দুরন্ত পৃথিবীর

যেখানে জয়ী আমি আর তুমি
আমরা দু'জন।

শিকড়

ভালবাসার অদৃশ্য হাতে
উপড়ে ফেলেছি কাঁটাতার
সাক্ষী হয় কিছু বৃক্ষ-

সীমানা ছাড়িয়ে প্রবল বাতাসে
গায়ে মাখে রৌদ্র।

ঠিকানা বদলে বিজ্ঞাপন নাই
মাটির বুক খামচে থাকে
প্রাচীণ শিকড়।

তৃষ্ণা অভিযান

অনিশ্চিত আঁধার হাঁটছে
তৃষ্ণার ছাদ বারান্দায়
তৃপ্তির রোদ ঢেকে যায় ভয়াল
অস্থির মেঘ সামিয়ানায় ।

রেকাবপূর্ণ আনন্দ সংগ্রাম
অসাবধানে হানে রাত্রিদিন
...দোলনায় দোলা প্রেম হয় পটভূমি
আঁকে পরাজিত অন্ধকার।

ভ্রাম্যমাণ দুঃসাহস কেন আজো নাচে
ঘূর্ণমান দুর্দম অভিযানে!